

“ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাস” বলতে কি বুঝায়?

ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করার অর্থ হলো:- ব্যাপক ও বিশদভাবে দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহর (ﷻ) অসংখ্য মালাইকাহ (ফিরিশতা) রয়েছেন। তাদেরকে তিনি তাঁর আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

তাদের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ. لَا يَسْئِفُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مَنْ حَسْبِيَۤهُ مُشْفِقُونَ. ۝

অর্থাৎ- বরং তারা সম্মানিত বান্দাহ। তাঁরা তাঁর (আল্লাহর) আগে বেড়ে কোন কথা বলেন না, বরং সর্বদা তাঁর আদেশেই কাজ করেন। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত, তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তাঁরা (ফিরিশতাগণ) তাঁর ভয়ে ভীত।^১

আল্লাহর মালাইকাহগণ অনেক প্রকার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। তন্মধ্যে একদল তাঁর “আরশ বহনের কাজে, অপর দল জান্নাত ও জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে এবং আরেক দল মানুষের “নামায়ে ‘আমাল” (‘আমালনামা) সংরক্ষণের দায়িত্বে, ইত্যাদি আরো বিভিন্ন প্রকার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। আমরা বিশেষভাবে এসব মালাইকাহদের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করব, যাদের নাম আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাছূল ﷺ উল্লেখ করেছেন।

যেমন- জিবরাঈল (عليه السلام), মীকাঈল (عليه السلام), ইছরাফীল (عليه السلام), এবং জাহান্নামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতা “মালিক”। এরা প্রত্যেকেই আল্লাহ ﷻ কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

‘আয়িশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, নাবী কারীম ﷺ বলেছেন:-

خَلَقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخَلَقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ، وَخَلَقَ آدَمُ مِنْ مِمَّا وَصِفَ لَكُمْ. ۞

অর্থ- মালাইকাহগণকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর জিন জাতিকে নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আদমকে তা থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে যা তোমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে (ক্বোরআনে)।^৪

১. سورة الأنبياء- ২৬-২৮

২. ছূরা আল আশ্বিয়া- ২৬-২৮

৩. صحيح مسلم

৪. সাহীহ মুছলিম

{ সূত্র:- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু বায সংকলিত “আল আক্বীদাতুস সাহীহাহ ওয়ামা ইয়ুযা-দোহা” }